বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (সান্মানিক)
সেমেস্টার :- ২
মডিউল :-০১
প্রস্তুতকারী :- অধ্যাপক নবকিশোর চন্দ

পাঠ্যাংশ :- (পদ নং- ২, বংশীখণ্ড, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য)

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে ।
.কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে.।।
আকূল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ।।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে ।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলোঁ কোণ দোষে ।।
আঝর ঝরয়ে মোর নয়নের পাণী ।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ।।
আকূল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন ।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ।।
পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ।।
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্ডীদাসে ।।

(কে বাঁশী বাজায় বড়ায়ি কালিন্দী -নদী কূলে ।
কে বাঁশী বাজায় বড়ায়ি এ গোষ্ঠ -গোকূলে।।
আকূল শরীর মোর ব্যাকুল এ-মন ।
বাঁশীর শব্দতে মোর এলোমেলো রন্ধন ।।
কে বাঁশী বাজায় বড়ায়ি সেবা কোন জন ।
দাসী হয়ে তার পায়ে সঁপিবো জীবন ।।
কে বাঁশী বাজায় বড়ায়ি মনের হরিষে ।
তার পায়ে বড়ায়ি আমি করলাম কোন দোষে।।
অঝোরে ঝরিছে মোর নয়নের পাণী ।
বাঁশীর শব্দেতে বড়ায়ি হারালাম পরাণী ।।
আকুল করিতে কিবা আমার এ মন ।
বাজায় সুস্বর বাঁশী নন্দের নন্দন ।।
পাখী নই তার কাছে উড়ে চলে যাই ।
হে ধরণী দ্বিধা হও পসিয়া লুকাই ।।
বন পোড়ে দাবানলে জগৎ তা জানে ।
আমার এ মন পোড়ে যেন কুমোরের পোয়ানে ।।
অন্তর শুকিলো মোর কৃষ্ণ অভিলাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গায় চন্ডীদাসে ।।)

শব্দার্থ :- বাএ- - বাজায়, কালিনী - কালিন্দী (যমুনা নদীর আর এক নাম), নইকুলে-নদীরতীরে , বেআকুল-ব্যাকুল, মোর-আমার, আউলাইলোঁ - এলোমেলো করে ফেললাম, রান্ধন-রান্না, হআঁ -হয়ে, নিশিবোঁ-অর্ঘ্য দিব/উৎসর্গ করব, মোঁ- মম, কৈলোঁ-করলাম, পাণী-জল ,মেদনী-পৃথিবী, জাওঁ-যাই, বিদার-বিদারণ করে,ে দউ-দাও, পসিআঁ-প্রবেশ করে, যেহ্ন-যেমন, আগ-অগ্নি ,কুম্ভারের-কুমোরের, পণী-মাটির পাত্রাদি পোড়ানোর জন্য যে চুল্লী ব্যবহৃত হয়/পোয়ান।

আক্ষরিক অনুবাদ :-রাধার উক্তি : হে বড়াই ,কালিন্দী নদীর তীরে কে ওই বাঁশি বাজায় ? ওই গোষ্ঠ গোকুলেও তাঁর বাঁশি বাজে ,কে তিনি ? দেহ আমার আকুল , মন আমার ব্যাকুল ।বাঁশির শব্দে আমার রান্না বিপর্যস্ত হল।বড়াই গো কে এই বংশী -বাদক আমাকে বলে দাও।আমি দাসী হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করব।হে বড়াই ,প্রসন্ন চিত্তে কে ওই বাঁশি বাজাচ্ছেন ?তাঁর চরণে আমি কি দোষ করেছি ? অজস্র ধারায় আমার নয়ন জল ঝরছে ।হে বড়াই, বাঁশির সুরে আমি প্রাণ হারালাম । আমার মন আকুল করার জন্য কি নন্দের নন্দন এই বাঁশি বাজাচ্ছেন ? হায়, আমি তো পাখী নই ,নাহলে তাঁর কাছে উড়ে চলে যেতাম। বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও ,তোমার মধ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করি ,বড়ায়ি গো, বনে যখন আগুন লাগে তখন জগতের লোক তা দেখে কিন্তু আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মতো বাইরের থেকে দেখা যায় না ।কৃষ্ণ কামনায় আমার অন্তর শুষ্ক হচ্ছে।

আলোচনা

মধ্যযুগের (১২০১ থকে ১৮০০ খ্রী:) বাংলা সাহিত্যের প্রথম নির্দশন হলো বড়ু চন্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যটি । এখানে পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রতীক রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা সাহিত্য রসিকদের কাছে সাধারণ গ্রামীণ নর-নারীর হৃদয়াবেগ জনিত প্রেমের মতো হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করেছেন কবি।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যটি জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দের ’অনুকরণে রচিত নাটগীতি শ্রেণীর রচনা । এর অধিকাংশ পদ কৃষ্ণ,রাধা ও বড়াই -এর উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক । রাধা-কৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ক এই কাব্যটি ১৩টি খন্ডে বিভক্ত । সেগুলি হলো - ১।জন্মখন্ড ২।তাম্বুলখন্ড ৩।দানখন্ড ৪।নৌকাখন্ড ৫। ভারখন্ড ৬। ছত্রখন্ড ৭। বৃন্দাবনখন্ড ৮।কালীয়দমনখন্ড ৯।যমুনাখন্ড ১০।হারখন্ড ১১।বাণখন্ড ১২।বংশীখন্ড ও ১৩ । রাধাবিরহ ।

আমাদের পাঠ্য অংশটি বংশীখন্ডের অর্ন্তগত । সেখানে আমরা দেখি যে ,রাধা তার সখীদের সাথে যমুনার ঘাটে স্নান করতে যায়। কৃষ্ণ তীরে বসে তাদের দেখে রঙ্গ করে । কখনো করতাল বাজায় কখনো বা মৃদঙ্গ ।সখীরা এসব দেখে আনন্দিত হলেও রাধার মন কিছুতেই ভুলানো যায় না । তখন কৃষ্ণ একটি মোহন সুন্দর বাঁশি গড়ল । সোনা ও হীরার অপূর্ব কারুকার্যমন্ডিত সেই বাঁশির মোহনীয় সুর শুনে রাধার মন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে । বড়ায়িকে রাধা জিজ্ঞাসা করে - ‘কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে ।/কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে।।’ সে আর -ও বলে - ‘কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।/দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।’
বংশীখন্ডেই কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের পরিণতি ঘটেছে । এইখানেই প্রথম রাধার মধ্যে বিরহজনিত গভীর ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত দেখা দিয়েছে চোখের জল । কৃষ্ণের বাঁশির স্বরে রাধিকার চিত্ত উন্মনা হয়ে উঠেছে ।এতদিন রাধা নিকট থেকে কৃষ্ণের রূপ দেখেছে, এবার সে দূর থেকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করল ।দেহজ কাম প্রেমে উত্তীর্ণ হল ।তাই কৃষ্ণের প্রেমে ব্যাকুল রাধা বলে উঠলো -

‘কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে ।
.কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকূলে.।।
আকূল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ।।’

পরিশেষে কেবল কৃষ্ণকে কাছে পাওয়ার জন্যই বড়ায়ির পরামর্শে রাধা কৃষ্ণের মোহনবাঁশিটি লুকিয়ে রাখল ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ু চন্ডীদাস রাধা চরিত্রের এক মনস্তাত্তিক বিবর্তন দেখিয়েছেন।কাব্যের শুরুতে রাধা ছিল আত্মমর্যাদা সচেতন ও পতিব্রতা এক নারী ।কৃষ্ণের অন্যায় দাবী সে কিছুতেই মানেনি বরং কৃষ্ণ বারবার তার দেহ-লোলুপতার জন্য রাধার দ্বারা ভৎর্সিত হয়েছে।কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই বিরাগ-ই তীব্র অনুরাগে রূপান্তরিত হয়েছে । রাধা কৃষ্ণের আহ্বান (বাঁশীর শব্দ) উপেক্ষা করতে পারছে না। তাই সে বলেছে-(১)দাসী হয়ে তার পায়ে সঁপিবো জীবন ।।(২)পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও ।(৩)মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ।।(৪)আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে । এ রাধা তো কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার পূর্ব প্রতিরূপ ।আর সেজন্য -ই প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থে বলেছেন ¯ 'একদিন যে বালিকাটি দুই চক্ষে অগ্নি লইয়া অসামাজিক প্রেমের বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল- সেই নিতি বিগর্হিত প্রেমের জন্য দুই চক্ষুতে অশ্রু কুলাইল না,সমস্ত হৃদয় ভরিয়া শ্রাবণ নামিল।(২য় সংস্করণ,১৩৬৭,পৃ-৭২)

প্রশ্নোত্তর:-

১।কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে ।- পদটি কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে ?

উ:-বড়ু চন্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বংশীখণ্ড গৃহীত হয়েছে।

২। পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ।।- পংক্তিদুটির অর্থ লেখ ।

উ:-পংক্তিদুটির অর্থ হল -আমি তো পাখী নই ,নাহলে তাঁর কাছে উড়ে চলে যেতাম। বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও ,তোমার মধ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করি।

৩। বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ।।- পংক্তিদুটির অর্থ লেখ ।

উ;-বনে যখন আগুন লাগে তখন জগতের লোক তা দেখে কিন্তু আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মতো বাইরের থেকে দেখা যায় না ।

৪।ভাষাতাত্ত্বিক টীকা লেখ :- ক) আউলাইলোঁ

উ;- ক) আউলাইলোঁ <আকুলায়িত+ইল+উত্তমপুরুষে ওঁ ।

৫।বড়াই কে?

উ:-বড়াই বৃদ্ধা দূতী,সখী ,কুট্টিনী - যিনি রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছিলেন।

৬।শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির রচয়িতা কোন সময়ের কবি ?

উ:- আদি- মধ্যযুগের ,আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আর্বিভূত হয়েছিলেন।

৭। শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা :-

উড়ী(উড়ে)-উড্ড+উড়।উড়+ঈ+উড়ী

কুম্ভারের(কুমোরের) < কুম্ভকার - কুম্ভআর -কুম্ভার+এর ।

পণী(পোয়ান)<পবন-পোআন-(পান+ঈ)

অনুশীলনী :-

১)কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে ।-পদটির ভাবসৌন্দর্য বিচার কর

২)।পাখী নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ।।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ।।
-কে কাকে বলেছে?বক্তা কার কাছে কেন উড়ে যেতে চাইছে ?বক্তার এরকম মাসিক অবস্থার কারণ কি?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :-

১)বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র :- অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
২)শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমীক্ষা :- ধ্রুব মুখোপাধ্যায়
৩)অদি মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - কৃষ্ণপদ গোস্বামী
৪)বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত
৫) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত -ড মিহির চৌধুরী কামিল্যা